কাশ্মীরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং জালৌক কর্তৃক নিযুক্ত বিদর্ভের করেন। তারানাথের মতে অশোকের বীরসেন গান্ধারে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

তৃতীয়ত, এই বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়ায় দূরত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। দূরবর্তী প্রদেশগুলিতে আপন অস্তিত্বের সুরক্ষিত ~~ক~~ রাখতে কেন্দ্রের সম্রাটের যাতায়াতের পথে, বার্তা বিনিময় এবং সাম্রাজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হয়। কিন্তু স্থানীয় শাসকদের আনুগত্যের প্রশ্নে যে টানাপোড়েন শুরু হল তা স্থানীয় মানুষের সহানুভূতি ও লাভ করতে থাকে ধীরে ধীরে।

চতুর্থত, মৌর্যদের বিরাট সামরিক বাহিনী এবং বিশাল উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিল, এই বিশাল পরিকাঠামোর ব্যয়ভার বহনের জন্য জনসাধারণের উপর নানা ধরনের কর আরোপ করা হয়েছিল। সম্ভবত অশোকের মৃত্যুর পরবর্তীদের সময় রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে গিয়েছিল। ডি. ডি. কোশাম্বী দেখান যে আর্থিক প্রয়োজনে গণিকা, অভিনেতাদের উপরও কর চাপানো হয়েছিল। ডি. এন. ঝা দেখিয়েছেন মৌর্যযুগের আর্থিক সংকটের জন্য মুদ্রায় খাদ মেশানো হয়েছিল। এই আর্থিক দুর্বলতা সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছিল।

পঞ্চমত, মৌর্য শাসকদের চিরাচরিত 'ভেরিঘোষ' বা দিগ্বিজয়ের নীতি পরিত্যাগ করে অশোক যেভাবে 'ধম্মঘোষ' বা ধর্মবিজয় নীতির আশ্রয় নেন, তাতে সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে বলে মত প্রকাশ করেছেন ড: হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী। অশোকের অহিংস নীতির ফলে মৌর্য সামরিক অভ্যাসের মূল্যহীন হয়।

ষষ্ঠত:, মৌর্য শাসনে প্রাদেশিক শাসকরা অত্যাচারী হয়ে উঠেছিল অশোকের কলিঙ্গ শিলালিপি থেকে জানা যায় যে প্রদেশগুলিতে অত্যাচারী শাসক সম্পর্কে অশোক উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং তিনি মহামাত্রদের নির্দেশ দিয়েছিলেন উপযুক্ত কারণ ছাড়া যেন নগরবাসীদের সাথে দুর্ব্যবহার না করা ~~হ~~ হয়। ~~উঁর অবা~~ তিনি নিজে [illegible] তীর্থ পরিভ্রমণ করেছিলেন যা